● শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের লক্ষ্য (Aims of Educational Psychology) ঃ

মনোবিদ স্কিনারের মতে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হল শিক্ষকের সামনে শিক্ষা সম্পর্কীয় বিভিন্ন তথ্য ও জ্ঞানের ভাণ্ডার উপস্থাপিত করা। এর ফলে শিক্ষকের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয় এবং শিক্ষাক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করে শিক্ষাকে আরও কার্যকরী করে তুলতে সক্ষম হয়। শিক্ষা-বিজ্ঞানের অন্যতম লক্ষ্যগুলি হল—

(1) শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যাসমাধানে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করা।

(2) শিক্ষার্থীদের শিক্ষামূলক আচরণ ও বিভিন্ন ধরনের বিকাশের প্রক্রিয়া সম্পর্কে পরিপূর্ণ তথ্যসংগ্রহ করা, নীতি প্রণয়ন করা, প্রয়োজন মতো আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করা ও ভবিষ্যদ্‌বাণী করা।

(3) নতুন ধরনের শিক্ষণকৌশল ও বিভিন্ন ধরনের নির্দেশনামূলক কর্মসূচি তৈরি, শিক্ষা-পরিকল্পনা রচনা, সময়তালিকা প্রস্তুতি, শিক্ষক ও শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের সাহায্য করা ইত্যাদি শিক্ষাবিজ্ঞানের অন্যতম লক্ষ্য।

(4) শিক্ষার্থীদের আচরণ বিশ্লেষণ করে তাদেরকে সমাজের সঙ্গে সংগতিবিধানের জন্য উপযোগী করে তোলা।

(5) শুধুমাত্র শিক্ষার্থীদেরকে বিভিন্ন দিক থেকে বিচারবিশ্লেষণ করাই শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য নয়, শিক্ষকদের সুচিন্তিত কৌশল অবলম্বনে সাহায্য করা এবং শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাহায্য করাও শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের লক্ষ্য।

শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের উপরিউক্ত লক্ষ্যগুলি বিচার করে বলা যায়, শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়কেই বিভিন্ন দিক থেকে সাহায্য করে এবং শিক্ষণ ও শিখন প্রণালী উন্নত করে তুলতে সাহায্য করে। শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের লক্ষ্যকে যথাযথভাবে বাস্তবায়িত করতে পারলে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সফলভাবে রূপায়িত করা সম্ভব হবে।

● শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের প্রকৃতি (Nature of Educational Psychology) ঃ

শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। স্বাভাবিকভাবেই সমাজবিজ্ঞানের প্রকৃতির সঙ্গে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের প্রকৃতির যথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ প্রকৃতিগুলি হল—

(1) ***শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান বিজ্ঞানের একটি পৃথক বিষয় ঃ*** পূর্বে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান মনোবিজ্ঞানের একটি প্রয়োগমূলক শাখা বলে বিবেচিত হত। বর্তমানে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান বিজ্ঞানের একটি পৃথক শাখা হিসাবে স্বীকৃত। কোনো জ্ঞানভাণ্ডারকে পৃথক বিষয় বলে স্বীকৃতি পেতে হলে কতকগুলি শর্ত পালন করতে হয়। এই শর্তগুলি হল জ্ঞানের বিষয়টিকে যথেষ্ট বিস্তৃত হবে। এর নিজস্ব অনুশীলন পদ্ধতি ও সমস্যা থাকবে যার উপর পরীক্ষানিরীক্ষা ও গবেষণা করে সমাধানের উপায় নির্দিষ্ট করা সম্ভব। সমাধানের পদ্ধতি প্রয়োগ করে বিষয়টিকে আরও সমৃদ্ধ করার সুযোগ থাকবে। শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান সব শর্তগুলিই পূরণ করে। তাই শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান একটি পৃথক বিষয় হিসাবে স্বীকৃত।

(2) ***শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি ঃ*** শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের বিষয় অনুশীলনের জন্য নৈর্ব্যক্তিক ও ব্যক্তিভিত্তিক উভয় ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতির মধ্যে

Scanned with CamScanner

অন্যতম হল পরীক্ষণ পদ্ধতি, জেনেটিক পদ্ধতি, পরিসংখ্যান পদ্ধতি, সার্ভে পদ্ধতি ইত্যাদি। ব্যক্তিভিত্তিক পদ্ধতির মধ্যে অন্যতম হল পর্যবেক্ষণ, কেস স্টাডি, তুলনামূলক পদ্ধতি, অন্তর্দর্শন পদ্ধতি ইত্যাদি।

(3) *শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান একটি আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান* ঃ ব্যক্তি ও সমাজের মঙ্গল হয় এমন সব বিষয় নিয়ে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান আলোচনা করে। ব্যক্তি ও সমাজের উভয়ের বা যে-কোনো পক্ষের ক্ষতি হয় এমন কোনো বিষয় নিয়ে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান আলোচনা করে না।

(4) *শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান একটি গতিশীল বিষয়* ঃ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়ের উপর যেমন—শিখন, শিক্ষণ, প্রেষণা, মনোযোগ, স্মৃতি ইত্যাদির উপর ব্যাপক গবেষণার ফলে নতুন তথ্য, তত্ত্ব, নীতি ও সূত্র আবিষ্কৃত হচ্ছে যার প্রয়োগ শিক্ষা-বিজ্ঞানকে আরও উন্নত ও কার্যকারী করে তুলছে। এই অর্থে গতিশীলতা শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকৃতি।

(5) *ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য* ঃ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান ব্যক্তি পার্থক্যকে গুরুত্ব দেয়। ব্যক্তিগত পার্থক্য একটি প্রাকৃতিক ঘটনা। তাই ব্যক্তিপার্থক্যকে ভিত্তি করে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান তার বিষয়সমূহকে পর্যালোচনা করে।

(6) *শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান ও অন্যান্য বিজ্ঞান* ঃ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান এই দুটি বিষয়ের আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। সমাজবিদ্যা, জীববিদ্যা, নৃ-বিদ্যা, পরিসংখ্যান, শরীরবিদ্যা, প্রযুক্তিবিদ্যা, কম্পিউটার বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক তথ্য ও তত্ত্ব শিক্ষা-মনোবিদগণ ব্যবহার করে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানকে আরও কার্যকারী করে তুলতে সাহায্য করে।

(7) *শিক্ষার্থীর শিক্ষাকালীন আচরণ বিশ্লেষণ, নিয়ন্ত্রণ এবং তার পূর্বাভাস* ঃ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান শিক্ষার্থীর শিক্ষাকালীন আচরণ বিশ্লেষণ করে, নিয়ন্ত্রণ করে এবং তার পূর্বাভাস দিয়ে থাকে। শিক্ষার্থীর শিক্ষা পরিকল্পনাও করে।

● শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের পরিধি বা শিক্ষা-মনোবিদ্যার বিষয়বস্তু (Scope of Educational Psychology/Subject matter of Educational Psychology) ঃ

শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান মূলত শিখন ও শিক্ষণ নিয়ে আলোচনা করে। শিক্ষার্থীর শিক্ষামূলক চাহিদার পরিতৃপ্তি ঘটানো ও তার ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটানো শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের যেসব বিষয় আলোচনা করার প্রয়োজন তাই হল শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের পরিধি। আধুনিক শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের পরিধি বা বিষয়বস্তুসমূহ নীচে আলোচিত হল—

▸ *(1) শিখন প্রক্রিয়া* ঃ শিখন প্রক্রিয়ার প্রকৃতি, শিখনের নিয়মাবলি, শিখনে প্রেষণার ভূমিকা, বিভিন্ন প্রকারের শিখন যেমন তথ্য শিখন, ধারণা শিখন, দক্ষতা শিখন, সমস্যাসমাধান শিখন, শিখনের বিভিন্ন উপাদান, তত্ত্ব ইত্যাদি শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানে আলোচিত হয়।

▸ *(2) প্রাথমিক মানসিক উপাদান* ঃ প্রাথমিক মানসিক উপাদান যেমন—মনোযোগ, স্মৃতি, বুদ্ধি, সৃজনশীলতা ইত্যাদি যা শিক্ষা ও শিখনে বিশেষ প্রয়োজনীয় সে সম্পর্কে আলোচনা শিক্ষা-মনোবিদ্যার অন্তর্গত।

Scanned with CamScanner

▶ *(3) বিকাশের ধারা ঃ* বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীর যে দৈহিক, মানসিক, সামাজিক ও প্রাক্ষোভিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটে তার অনুশীলন অর্থাৎ বিকাশের ধারা আলোচনা এবং শিক্ষার উপর তার প্রভাব, বিকাশের ক্ষেত্রে কী কী করণীয় ইত্যাদি সবই শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু।

▶ *(4) ব্যক্তিসত্তার বিকাশ ঃ* ব্যক্তিসত্তা কাকে বলে ? ব্যক্তিসত্তা বিকাশের বিভিন্ন দিকগুলি পর্যালোচনা করে তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষার বিষয়বস্তুকে সুনির্বাচিত করা শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের কাজ।

▶ *(5) শিখন সঞ্চালন ঃ* শিখন সঞ্চালন কাকে বলে, আদৌ শিখন সঞ্চালন ঘটে কিনা, ঘটলে তার ব্যাখ্যা কী, কীভাবে শিখন সঞ্চালনে উৎকর্ষ ঘটানো যায় তারও আলোচনা শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত।

▶ *(6) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ঃ* প্রাকৃতিক নিয়মে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য লক্ষ করা যায়। এই পার্থক্যকে ভিত্তি করে শিক্ষার বিভিন্ন দিকগুলি বিবেচনা করা প্রয়োজন। যেমন— পাঠক্রম, পাঠদান, মূল্যায়ন ইত্যাদি। ব্যক্তিগত পার্থক্য দূর করা নয়, ব্যক্তিগত বৈষম্যকে ভিত্তি করে ব্যক্তির বিকাশ ঘটানোই গণতান্ত্রিক শিক্ষার লক্ষ্য। কাজেই ব্যক্তিগত পার্থক্য কী, ব্যক্তিগত পার্থক্য কেন হয়, ব্যক্তিগত পার্থক্যকে ভিত্তি করে শিক্ষা কীভাবে পরিকল্পিত হবে ইত্যাদি শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত।

▶ *(7) পরীক্ষা ও মূল্যায়ন ঃ* পরীক্ষা ও মূল্যায়ন শিক্ষা প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর। শিক্ষার্থী কতটুকু শিখল, তার মধ্যে প্রত্যাশিত আচরণের পরিবর্তন কতটুকু ঘটল, যদি না ঘটে তার কারণ কী, কীভাবে সংশোধন করা যায় সবই শিক্ষা-মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়। মূল্যায়ন কেবল জ্ঞানার্জনে সীমাবদ্ধ নয়, ব্যক্তির বিভিন্ন দিকের বিকাশের সার্বিক মূল্যায়ন যা আধুনিক শিক্ষা-বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি তার আলোচনা শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত।

▶ *(8) পরিসংখ্যান/রাশিবিজ্ঞান ঃ* বর্তমান বিজ্ঞানের বিশেষ করে সমাজ বিজ্ঞানের সর্বক্ষেত্রে পরিসংখ্যানের ব্যবহার হচ্ছে। শিক্ষা-বিজ্ঞান যা সমাজবিজ্ঞানের অন্তর্গত রাশিবিজ্ঞানের প্রয়োগ ব্যতীত শিক্ষার্থীর অগ্রগতির সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব নয়। তাই পরিসংখ্যানের প্রয়োজনীয় জ্ঞান শিক্ষকের অর্জন করা একান্ত আবশ্যক। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন প্রস্তুত, নম্বরদান ও তার তাৎপর্য নির্ণয়ে রাশিবিজ্ঞানের ব্যবহার শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়।

▶ *(9) মানসিক স্বাস্থ্য ঃ* সুস্থ মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষক, শিক্ষার্থী উভয়ের পক্ষেই প্রয়োজন। অন্যথায় শিখন বা পাঠদান কোনোটাই সার্থকভাবে সম্পন্ন হতে পারে না। মানসিক স্বাস্থ্য কী, মানসিক সু-স্বাস্থ্যের লক্ষণগুলি কী, কীভাবে সুস্থ মানসিক স্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া যায় তা সবই শিক্ষা-মনোবিদ্যায় আলোচিত হয়। শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে বা বাইরে ছোটোখাটো অপরাধ করে থাকে। এই অপরাধগুলি কেন করে, কীভাবে দূর করা যায়, এ সমস্ত আলোচনা শিক্ষা-মনোবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত।

Scanned with CamScanner

▶ *(10) অভিযোজন প্রক্রিয়া* ঃ শিক্ষা হল অভিযোজন। সার্থক অভিযোজন কাকে বলে ; কীভাবে সার্থক অভিযোজন করা যায় ; অভিযোজনের অনুকূল ও প্রতিকূল পরিবেশ কী ; অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলা এবং প্রতিকূল পরিবেশকে প্রতিরোধ করা প্রভৃতি শিক্ষা-মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়।

▶ *(11) নির্দেশনা ও পরামর্শদান* ঃ শিক্ষা-নির্দেশনা আধুনিক শিক্ষাচিন্তার ফল। শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা-পরিকল্পনা রচনা, শিক্ষা-সংক্রান্ত নানা তথ্য পরিবেশন করা, শিক্ষা-সমস্যাসমাধানে সাহায্য করা, শিক্ষার্থীর মধ্যে বৃত্তির পছন্দ বিকাশে সাহায্য করা, শিক্ষার্থীকে বৃত্তি-সংক্রান্ত তথ্য জানানো সবই শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানে আলোচিত হয়।

▶ *(12) ব্যতিক্রমী শিশুদের শিক্ষা* ঃ ব্যতিক্রমী অর্থাৎ, প্রতিভাসম্পন্ন, পিছিয়ে পড়া এবং বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধী শিশুদের বিশেষ ধরনের শিক্ষা প্রয়োজন। শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানে এই ধরনের শিশুদের বৈশিষ্ট্যাবলি আলোচনা করা হয় এবং কীভাবে এদের শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে সে সম্পর্কে নির্দেশনা দেওয়া হয়। এদের সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করতে হলে এদের বৈশিষ্ট্য, শিক্ষণ-পদ্ধতি, পাঠক্রম ইত্যাদি জানা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানই সাঠিক পথ দেখাতে পারে।

▶ *(13) শিক্ষা-মনোবিদ্যার গবেষণা* ঃ শিক্ষা-মনোবিদ্যার উপর বর্তমানে বহু গবেষণা হচ্ছে। এই গবেষণার ফল প্রয়োজনমতো শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি ঘটানো যেতে পারে। তাই শিক্ষা মনোবিদ্যার উপর গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা ও তার ফল শিক্ষা-মনোবিদ্যায় আলোচনা হয়।

▶ *(14) শ্রেণিকক্ষের পরিচালনা* ঃ শ্রেণিকক্ষ পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েরই সজাগ থাকা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলারক্ষার দায়িত্ব শিক্ষকের। ওই বিষয়গুলিতে যথাযথ ধারণা না থাকলে একজন শিক্ষক যত বড়ো পণ্ডিত হোন না কেন তিনি শিক্ষার্থীদের প্রকৃত শিক্ষা দিতে ব্যর্থ হবেন। সুতরাং শ্রেণিকক্ষের পরিচালনাও শিক্ষা-বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। আর এ বিষয়ে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

সুতরাং শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান শিক্ষার্থী ও শিক্ষককে বিভিন্নভাবে সাহায্য করে। শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্য ও সিদ্ধান্ত বিজ্ঞানভিত্তিক এবং এই মনোবিজ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনা করলে শিক্ষা স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারবে। সুতরাং শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান বর্তমানে শুধু একটি বিষয় নয়, এটি বিজ্ঞানের শাখা হিসাবে অন্যান্য বিজ্ঞানের বিষয়ের মতোই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

● শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের ভূমিকা (Role of Educational Psychology in Education) ঃ

সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা হল নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে ব্যক্তির আচরণ আয়ত্তীকরণ এবং সংশোধন, আর শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান হল ব্যক্তির শিক্ষাকালীন আচরণের বিজ্ঞান। অর্থাৎ শিক্ষা কার্যকর করে তুলতে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের ভূমিকা অপরিহার্য। আচরণের বিজ্ঞান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না

Scanned with CamScanner